اَلشَّهِيد

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৫১ তম নাম 'الشَّهِيد' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'الشَّهِيد' শব্দের মূল ش - ه - د , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ১৬০ বার এসেছে। এরমধ্যে আল্লাহ নিজেকে বলেছেন ১৮ আয়াতে। সাক্ষ্য দেয়া, সাক্ষ্যগ্রহণ, সাক্ষ্য দিতে ডাকা, সাক্ষ্য ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ الشَّهِيد অর্থ: 'তিনি প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্যদাতা'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

لَّـٰكِنِ اَللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَاَلْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاَللَّهِ شَهِيداً ﴿١٦٦﴾

আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন তোমার প্রতি যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যে, তিনি তা নাযিল করেছেন নিজ জ্ঞানের ভিত্তিতে, ফেরেশতারাও এ সাক্ষ্য দেয়। আর সাক্ষী হিসাবে তো আল্লাহই যথেষ্ট। **(সূরা আন নিসা: আয়াত নং ১৬৬)**

هُوَ اَلَّذِيَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاَلْهُدَىٰ وَدِينِ اَلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاَللَّهِ شَهِيداً ﴿٦﴾

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন হেদায়েত ও সত্য দ্বীন নিয়ে, যাতে করে সে এটিকে বিজয়ী করে অন্য সব দ্বীনের উপর। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। **(সূরা আল ফাতেহ: আয়াত নং ২৮)**

إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُواْ وَاَلَّذِينَ هَادُواْ وَاَلصَّابِئِينَ وَاَلنَّصَارَىٰ وَاَلْمَجُوسَ وَاَلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ إِنَّ اَللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيامَةِ إِنَّ اَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, যারা ইহুদী হয়েছে, এছাড়া সাবী, খ্রিষ্টান, মাজুসী (অগ্নিপূজারী), আর যারা শিরক করেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। সব বিষয়ে আল্লাহ প্রত্যক্ষদর্শী-সাক্ষী। **(সূরা আল হাজ্জ: আয়াত নং ১৭)**

মুসলিম ও আন নাসাঈ শরীফের হাদীস:

রাসূল (সা:) বলেন, আমি আশ্চর্যান্বিত কি করে আল্লাহর এক বান্দা কেয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে তর্ক করবে। সেই বান্দা বলবে, হে আমার রব! তুমি কি এটা বলোনি যে, আমার সাথে তুমি অবিচার করবে না। আল্লাহ বলবেন: হ্যাঁ। লোকটি বলবে: আমি নিজের সাক্ষ্য ছাড়া অন্য কারো সাক্ষ্যগ্রহণ করব না। আল্লাহ বলবেন: আমার সাক্ষ্য, ফেরেশতাদের সাক্ষ্য, যারা আমলনামা লেখক সেই ফেরেশতাদের সাক্ষ্য কি যথেষ্ট নয়? এই কথাটা আল্লাহ কয়েকবার বলবেন। অতঃপর তার মুখ সিল (বন্ধ) করে দেয়া হবে এবং তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলবে, দুনিয়াতে সে কি কি কাজ করেছিল। তখন লোকটির আল্লাহর সাথে একমত হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। সে বলবে তর্কের খাতিরে আপনার (আল্লাহর) সাথে তর্ক করেছিলাম।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! বিচারের দিন অপদস্থ হওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা আল্লাহ ও রাসুল সাঃ এর নির্দেশমতো কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক দুনিয়ার জীবন পরিচালিত করি।

প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্যদাতা মহান আল্লাহর সাথে আমরা কাউকে শরিক না করি। কারণ, শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।